ফিরে ফিরে চায় তার চক্ষে বহে নীর।
থাকি থাকি ঝাঁকি মারে পুলক শরীর।।
অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার জন্মিল আসিয়া।
সবে চমৎকৃত হইল সেভাব দেখিয়া।।
দুই তিনমাস এইভাবে রহে ঘরে।
ওড়াকান্দী মনে করি হরিনাম করে।।
দুই তিন মাসান্তর যায় ওড়াকান্দী।
অন্তঃপুরে থাকে ছয়-সাত দিনাবধি।।
এইভাবে যাতায়াত করে বহুদিন।
ঠাকুরের নিকটে কহিল একদিন।।
"ওহে প্রভু মম কাছে আছে কিছু ধন।
আজ্ঞা হ'লে তব নামে করি বিতরণ।।
প্রভু বলে "ভাল ভাল তাই করা চাই।
সাধুসেবা বিনে ভবে ভাল কার্য্য নাই।।
যে সময়ে যে অর্থ হইবেক তোমার।
অমনি করিবে ব্যয় হুকুম আমার।।
এ সময়ে কত অর্থ আছয় তোমার।
কি রকম পারিবে করিতে ব্যয় তার।।"
নায়েরী কহিছে "কিছু নাহি জানি আমি।
যাহা ইচ্ছা কর তুমি সব হও তুমি।।"
প্রভু বলে "নায়েরী মতুয়া সব ডাক।
জনমের মত এক কীর্ত্তি করি রাখ।।
চাউল লাগিবে তোর বিশ-কুড়ি মণ।
এর উপযুক্ত দ্রব্য করে আয়োজন।।
তাহাই স্বীকার করি চলে গেল দেশে।
উদ্যোগ করিল তার মনের উল্লাসে।।
গোস্বামী গোলোকচন্দ্র প্রভু আজ্ঞামতে।
মহোৎসবের বার্ত্তা আনন্দিত চিতে।।
অপূর্ব্ব তাঁহার লীলা মহাভাব পূর্ণ।
'ভকত চরিত্র খণ্ডে' বর্ণিত বিভিন্ন।
এইমত যে নায়েরী প্রভু আজ্ঞা ল'য়ে।
সাধুসেবা হরিনামে জীবন কাটা'য়ে।।
হরিচাঁদ গুণকথা করে' আলাপন।
পরম পবিত্র ভাবে কাটা'ল জীবন।।
নায়েরী চরিত্র কথা সুধাময়ী বাণী।
কবি কহে গেল দিন কর হরিধ্বনি।।

শ্রীমৎ লোচন গোস্বামীর বিবরণ

গোস্বামী লোচন, প্রেম মহাজন,
বৈষ্ণব সুজন যিনি।
গ্রাম নড়াইলে, জনম লভিলে,
পূর্ব্বে ছিল ভৃগুমুনি।।
নাম চূড়ামণি, সাধু শিরোমণি,
লোচনের হয় পিতা।
তুলসী সেবন, শ্রীকৃষ্ণ ভজন,
কহিতেন হরি কথা।।
তাঁহার নন্দন, হল পঞ্চজন,
করিতেন কৃষিকার্য্য।
তীর্থে তীর্থে বাস, প্রায় বারমাস,
গৃহকার্য্য ক'রে ত্যজ্য।।
পাঁচটি নন্দন, সকলে সুজন,
শ্রীকৃষ্ণ ভজন করে।
পঞ্চ সহোদর, ভজনে তৎপর,
পিতা যান লোকান্তরে।।
পাঁচের প্রবীণ, পরিল কৌপিন,
না করিল পরিণয়।
হ'য়ে গৃহত্যাগী, হইল বৈরাগী,
ভিক্ষা মাগি সদা খায়।।
কিছুদিন পরে, হইল বৈরাগী,
আখড়ায় বাস করে।
যত সব লোকে তার ক্রিয়া দেখে,
ঠাকুর বলেন তারে।।